আমাদের নিন্দার ভাষা নেই – আছে হতাশা!

গত ২০শে আগষ্ট ২০০৪ সালে বাংলাদেশের বিরোধীদল আওয়ামীলীগের নেতাকর্মীর উপর যে বোমা হামলা হয়েছে তার নিন্দার ভাষা আমাদের নেই। যা আছে তা হচ্ছে হতাশা আর ক্ষোভ।

শুরু হয়েছে অনেক আগেই। কিন্তু সবাই শুধু গা বাঁচিয়ে রেখেছে। কোন দায়িত্ব নেয়নি এর গভীরে যাওয়ার – খোঁজে বের করা – শাস্তি দেওয়ার। উদীচী – ময়মনসিংহের সিনেমাহল – সাতক্ষিরার সার্কাস প্যান্ডেল – টাঙ্গাইলের মেলা – কমিউনিষ্ট পার্টির মিটিং – সিলেটে বৃটেনের রাষ্ট্রদুত ও মেয়র – আরো অনেক। সবশেষে ঢাকার প্রানকেন্দ্রে প্রধান রিরোধীদলের সমাবেশে হামলা। ভয়াবহ ও বিভৎস দৃশ্য দেখালো এটিএন বাংলা। সহ্য করা যায় না।

বাংলাদেশের দুনীতিতে নিমজ্জিত নিরাপত্তা সংস্থাগুলো রাজনৈতিক দলগুলোর অদুরদর্শীতা ও মেধাহীনতার সুযোগে অতীতের কোন বোমা হামলার সুরাহা করেনি। এবার মনে হচ্ছে সরকারদল নিজও বিচলিত । এটা বিশেষ ভাবে লক্ষ্যনীয় কারন ১৯৭৫ সালের খুনী চক্র বর্তমান ক্ষমতাসীন বড় দলটির বিশেষভাবে আর্শীবাদ ধন্য আবার ১৯৭১ সালের খুনী জল্লাদরাও তাদের পাওয়ার পার্টনার – যাদের কমন শত্রু শেখ মুজিবের ছায়াটাও। কয়েকদিন আগেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মৃত্য হুমকী নিয়ে কৌতুক করেছেন সংসদে দাড়িয়ে। এ অবস্থায় সরকার নিজে যদি বিচলিত হন – তবে কি বুঝতে হবে বোতলবন্দী ভুতটা নিয়ে খেলার ফাঁকে বোতল থেকে বেড়িয়ে গেছে? বিএর্নপি কি নিয়ন্ত্রন হারিয়েছে এ দু'টি খুনী চক্রের উপর থেকে?

সময় বোধ হয় খুব একটা হাতে নেই। এখনও যদি বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল – বিশেষ করে বড় দল দুটি তাদের ভবিষ্যৎ পরিষ্কার ভাবে দেখতে ব্যর্থ হন – তবে আমাদের বাংলাদেশের জন্যে দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কোন কিছু দেওয়ার মতো থাকবে না।

এখনই সময়। যারা দুর্নীতি আর সন্ত্রাস দিয়ে বাংলাদেশের জন্মটাকে নিরর্থক করে দিতে চায় – সবাইকে এক হয়ে পরাজিত শত্রুকে আবার পরাজিত করতে হবে। যাদের কাছে বাংলাদেশ নামক দেশটা একটা দুঃস্বপ্ন তারা যেন শুধু মাত্র আন্দোলন আর ভোটে জিতানোর জন্যে কারও সাময়িক বন্ধু না হয়ে যায় সে দিকটা মনে রাখতে হবে।

এবার আওয়ামী লিগ আহত হয়ছে বলে যদি কেহ মনে মনে আনন্দিত হন– তারা মনে রাখবেন সাপ কিন্তু কখনও শত্রু – মিত্র আলাদা করে না – দংশন করাই এদের কাজ। এরা বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকে দেশটাকে নিয়ে রক্তের হোলি খেলছে। একবার বিপ্লবের নামে – সর্বহারা নামে – ১৯৭৫ সালে ভয়াবহ হত্যাকান্ডে স্বাধীনতার প্রধান পুরুষকে স্বপরিবরে হত্যা করে এ প্রক্রিয়া অব্যহত রাখা হয়। পরবর্তীতে ইসলামী বিপ্লবের নামে তালেবানী বিপ্লবের নামে সন্ত্রাস আর নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হচ্ছে – সৃষ্টি করা হচ্ছে ভয়াবহ পরিবেশ। সব কিছুরই ফলাফল বাংলাদেশ নামক একটা দেশকে অর্থর্ণৈতিক ভাবে পঞ্জু করে দেয়া। লাভবান কারা? যারা চায়নি বাংলাদেশ নামক দেশটা স্বাধীন হোক। এ ধরনের বিশৃখলা আর সন্ত্রাসের মাধ্যমে একটা ধোঁয়াটে পরিবেশ সৃষ্টি করে ঐ শ্বাপদকুল ধীরে ধীরে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে তাদের অবস্থান শক্ত করে নিচ্ছে। তাই আমাদের সকলকে শত্রু চিনতে হবে।

আর যারা প্রবাসে থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল করেন তাদের প্রতি অনুরোধ – দয়া করে আসন্ন বিপদ বুঝতে চেষ্টা করুন। ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশটাকে পুরোপুরি ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করার জন্যে নেতৃত্ব দিন – অবশ্যই ক্ষুদ্র রাজনৈতিক বিভেদ ভুলে হবে।

এ বিয়োগান্তক ঘটনায় সকল বিদেহী আত্নার মাগফেরাত কামনা করছি। পরিবারবর্গ যেন এ শোক কাটিয়ে উঠতে পারেন – তার জন্যে সর্বশক্তিমানের কাছে সাহায্য চাইছি। বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষের এ কঠিন সময়ে যে ধৈর্য্য ও সাহসের সাথে অতিক্রম করে একটা সুদিনের দেখা পায় সে জন্যে পরম করুনাময়ের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি।

আসম জিয়াউদ্দিন
আগষ্ট ২২, ২০০১, টরন্টো, কানাডা